ড. আতিউর রহমান

গভর্নর,

বাংলাদেশ ব্যাংক

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে বিশ্ব আর্থিক সংকট মোকাবেলায় পদক্ষেপ জোরদারকরণঃ মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি ও আন্তর্জাতিক ঋণ নীতি সমূহের ভূমিকা[1]

চেয়ারম্যান মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, পরিচালক মহোদয় ও অন্যান্য বিজ্ঞ ESCAP স্টাফ-সদস্যবৃন্দ, রিসোর্স ব্যক্তিবর্গ এবং বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারীবৃন্দঃ

এই আঞ্চলিক কর্মশালার প্রারম্ভিক অধিবেশনে মূল বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত, কারণ এটি এ অঞ্চলের দেশগুলো কিভাবে ব্যষ্টিক (individual) ও সমষ্টিক (collective) পর্যায়ে চলমান বিশ্ব আর্থিক সংকট মোকাবেলা করছে এবং কিভাবে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সংকট প্রতিরোধে সুরক্ষা ও সাড়া দেবার ক্ষেত্রে মজবুত অবস্থান তৈরি করতে পারে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও ধারণা বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়েছে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের অর্থ মন্ত্রণালয় ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মশালার আয়োজক হবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বলে ESCAP -এর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। প্রারম্ভিক অধিবেশনে উপস্থিতির মাধ্যমে কর্মশালাকে মহিমান্বিত করার জন্য আমি অর্থমন্ত্রীকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ।

আপনারা সবাই জানেন যে, বিশ্ব আর্থিক সংকটের সূত্রপাত হয়েছিল আমাদের দেশ থেকে ভৌগলিকভাবে অনেক দূরে ইউরোপ এবং আমেরিকায়। ইউরোপ/আমেরিকার আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজারসমূহের মত এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের ব্যাংকগুলো subprime lending বা অন্যান্য শিথিল ও সংশয়-উদ্দীপক অর্থায়ন কর্মকান্ডে যুক্ত ছিল না যা ইউরোপ/আমেরিকায় আর্থিক সংকটের ইন্ধন যুগিয়েছিল। কিন্তু বাণিজ্য ও আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত থাকার ফলে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সংকটের ঢেউ এসে পড়েছে এ অঞ্চলেও ।

বাণিজ্য চ্যানেলের ক্ষেত্রেঃ ব্যাপক দেউলিয়াত্ব ও চাকুরীচ্যুতির দরুণ উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় এ অঞ্চলের ম্যানুফ্যাক্চারিং কেন্দ্রগুলোতে রপ্তানি কমে গেছে । একইভাবে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারের রপ্তানির জন্য এ অঞ্চলের ম্যানুফ্যাক্চারিং কেন্দ্রগুলো কর্তৃক আমদানিকৃত প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী পণ্যের বাজারেও চাহিদা কমে গেছে । পর্যটন শিল্প, মানব সম্পদ রপ্তানি ও রেমিট্যান্স থেকে আয় হ্রাসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সংকটের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ।

আর্থিক চ্যানেলের ক্ষেত্রেঃ উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ কর্তৃক এ অঞ্চল থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে নীট পুঁজি প্রত্যাহার ঘটেছে । সে সঙ্গে এ অঞ্চলের দেশগুলোতে নগদ অর্থের প্রবাহেও তীব্রভাবে টান পড়েছে। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ও সভ্রেন ওয়েল্থ ফান্ডে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করার ফলশ্রুতিতে এ অঞ্চলের দেশগুলো সরকারী বন্ডের খেলাপ, শেয়ার মূল্যের পতন, জটিল ডেরিভেটিভ পরিসম্পদ ও বিনিময় হার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে । এসব আর্থিক অভিঘাত শেয়ারমূল্য পতন ও তীব্র তারল্য সংকট সৃষ্টি করেছে । বিশেষভাবে ব্যাপক পুঁজি প্রত্যাহারের ফলে বিদেশী আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

এসব প্রতিকূলতা উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের অর্থনীতিতে বেশি দেখা গেছে, কিন্তু এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে দেউলিয়াত্বের প্রকোপ ছিল তুলনামূলকভাবে কম। অংশত এর কারণ রাজস্ব ও মুদ্রানীতি নির্ধারকদের সময়োচিত ও যথাযথ পদক্ষেপ

[1] বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ২৭-৩০ জুলাই ২০০৯ ঢাকায় আয়োজিত ESCAP- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই মূল-ভাষণটি দেন।

গ্রহণ । খুব সম্ভব এর কারণ, ঋণের উপর কম নির্ভরশীলতা এবং নিজস্ব পুঁজি ও সঞ্চয় ব্যবহার করে বিনিয়োগের সংস্কৃতি যা এ অঞ্চলের একটি সাধারণ মনোভাব বলা চলে। *আমাদের উচিত এ ইতিবাচক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে লালন করে আমাদের প্রকৃত ও আর্থিক অর্থনীতিকে মজবুত করা ।*

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দার সময় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে (বাণিজ্যচক্রের নেতিবাচক প্রভাব প্রশমিত করে) এ অঞ্চলের দেশগুলো সরকারী ব্যয় বাড়িয়ে জীবন ধারণোপোযোগী নিরাপত্তা জাল, বিপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য রপ্তানি খাতে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ানোর উপর গুরুত্বরোপ করেছে । এর ফলে সরকারী ঋণ বেড়েছে কারণ মন্দায় কর বাড়ানোর সুযোগ নেই । বর্ধিত সরকারী ঋণ অনেক সময় উচ্চ সুদে গ্রহণের ফলে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা দুর্বলতর হয়েছে যার ফলে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ ঋণের সুব্যবস্থাপনার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে ।

বাজারে পর্যাপ্ত তারল্য ও ঋণ প্রবাহ বজায় রাখতে এ অঞ্চলের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সুদের হার হ্রাস করেছে । কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অন্যান্য ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহণের শর্তাবলী শিথিল করা হয়েছে। জামানত হিসেবে উপযুক্ত পরিসম্পদের আওতাও বাড়ানো হয়েছে । কিছু কিছু কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেমন- বাংলাদেশ ব্যাংক অগ্রাধিকার খাতসমূহে ঋণ প্রবাহ বাড়াতে ব্যাংকগুলোর জন্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা রেখেছে এবং একইভাবে এ অঞ্চলের অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তারল্য, আর্থিক সচ্ছলতা (solvency) ও মূলধন পর্যাপ্ততার ক্ষেত্রেও বিধিমূলক নজরদারী বাড়িয়েছে, যাতে বর্তমানে বা সম্ভাব্য ভবিষ্যতে আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের ছোঁয়াচ (contagion) প্রতিহত করা যায় ।

সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত দেশজ চাহিদা ও আর্থিক কর্মকান্ডের সমর্থনে প্রণোদনামূলক ব্যবস্থাসমূহ মন্দা দূরীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সর্তকভাবে অপসারণ করতে হবে যাতে অর্থনৈতিক উত্তোরণ শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়ানোর পাশাপাশি মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত মূল্যস্ফীতিমূলক চাপ ও সামষ্টিক (macro)অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা থেকে রক্ষা পায় ।

আর্থিক কাঠামো ও বাইরের অর্থনীতির সঙ্গে তাদের অর্থনীতির সংযোগ (openness) ভেদে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো বিশ্ব আর্থিক সংকটে বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত হয়েছে । এ সংকটে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে কম প্রভাবিত হয়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত সংযোগের (বিশেষ করে ক্ষণস্থায়ী মূলধন প্রবাহের ক্ষেত্রে) কারণে । বাংলাদেশ বিষাক্ত পরিসম্পদ ও বিপর্যয়কর ছোঁয়াচ থেকে এ যাবৎ মুক্ত আছে এবং দেশের তারল্য পরিস্থিতি ও স্বাভাবিক রয়েছে । পোশাক রপ্তানি, বিশেষ করে নিম্ন পর্যায়ে (lower end) সীমিত থাকার কারণে, রপ্তানির প্রবৃদ্ধি দু'অংকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে । রেমিট্যান্স প্রবাহ শক্তিশালী রয়েছে এবং অর্থবছর '০৯-এ ৫.৯ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং মূল্যস্ফীতি এক অংকে সীমিত আছে ।এতদ্‌সত্বেও মন্দা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে সেই সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখে এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক অভ্যন্তরীণ চাহিদা শক্তিশালী রাখতে সহজ ঋণনীতিসহ বিভিন্ন রাজস্ব ও মুদ্রানীতি বিষয়ক ব্যবস্থা নিয়েছে ।

বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আর্থিক সংকট মোকাবেলা করতে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গৃহীত ব্যবস্থার সম্পূরক হিসেবে আমি কিছু কিছু ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছি ।

প্রথমতঃ আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্য দ্রুততর করা । শুধু প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী পণ্যের বাণিজ্যে সীমিত না থেকে চূড়ান্ত ভোক্তা ও মূলধন পণ্যেও এর বিস্তৃতি ঘটা প্রয়োজন । এতে ঋণপ্রাপ্তি হ্রাস পাবার কারণে বিলম্বিত উত্তোরণ ঘটছে যে ঋণ-নির্ভর উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারের, এমন বাজারের উপর নির্ভরতা কমে আসবে ।

দ্বিতীয়তঃ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ দ্রুত আঞ্চলিক বন্ডের বাজার উন্নয়ন করতে পারে যাতে (পশ্চিমা বিশ্বের অস্বচ্ছ, জটিল, সংশয়-উদ্দীপক আর্থিক পরিসম্পদে বিনিয়োগ না করে) আঞ্চলিক সঞ্চয় এ অঞ্চলের মধ্যে রাখা যায় । সংকটকালীন সময়ে পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে এ অঞ্চলের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে Swap ব্যবস্থা আরো বাড়ানোর অনেক সুযোগ রয়েছে ।

তৃতীয়তঃ দরিদ্র দেশসমূহের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য রক্ষা করার জন্য আঞ্চলিক সংলাপের মাধ্যমে স্বচ্ছলতর দেশগুলোকে নিম্নআয়ের দেশগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো যেতে পারে। আঞ্চলিক আন্তঃসরকার সংলাপের মাধ্যমে বৃহৎ দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ নীতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক বহিঃপ্রভাব চিহ্নিত করে নেতিবাচক প্রভাব ন্যূনতম মাত্রায় রেখে ইতিবাচক প্রভাবসমূহ শক্তিশালী করা প্রয়োজন ।

পরিশেষে, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের দেশগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে জাতিসংঘ, আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য বিশ্ব ফোরামে একটি নতুন আর্থিক ব্যবস্থার স্থাপত্য নির্মানের প্রচেষ্টা জোরদার করতে পারে যাতে বৈশ্বিক তারল্য বৃদ্ধি করে ফাটকাবাজারী মূল্য বুদ্‌বুদ ও বাজারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতন প্রতিহত করা সম্ভব হয় । উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্ব আর্থিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ব আর্থিক প্রবৃদ্ধিকে প্রকৃত বৈশ্বিক উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

আমার বিশ্বাস, ESCAP-সচিবালয় থেকে আগত স্টাফ-সদস্যবৃন্দ ও রিসোর্স ব্যক্তিবর্গের পরিচালনায় কর্মশালার বিভিন্ন অধিবেশনে উল্লিখিত বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা ও সুপারিশ বেরিয়ে আসবে। ধৈর্য্য সহকারে আপনারা আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে এবং ESCAP ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালার সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে আবারও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, তাঁর অত্যন্ত পছন্দের একটি বিষয়ের উপর আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।